Q.No.-(2) B.A. SEM—II (Programme & Generic)

বস্তুগত ভাববাদ (Objective Idealism) :-

Ans:— বস্তুগত ভাববাদ অনুসারে, জগতের অস্তিত্ব ব্যক্তিমনের উপর নির্ভরশীল নয়; জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। তবে জগৎ হচ্ছে ঈশ্বর বা পরমাত্মার প্রকাশ। পরমাত্মা থেকে জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। পরব্রহ্ম বা পরমসত্তা কোন অজ্ঞেয় তত্ত্ব নয়, পরব্রহ্ম বা পরমসত্তা হল বৈচিত্র্যময় একত্বের তত্ত্ব। এই মতের প্রবর্তক হলেন দার্শনিক হেগেল (Hegel)।

হেগেলের মতে, পরমতত্ত্ব বা পরব্রহ্ম হল 'পরম ধীশক্তি' বা 'পরম প্রজ্ঞা' (Absolute idea or Reason)। পরব্রহ্ম মন ও প্রকৃতিতে বিশ্বপ্রজ্ঞা হিসেবে অন্তঃস্যূত হয়ে আছেন। সমস্ত জগতের প্রকাশ ও বৈচিত্র্যের পেছনে সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে পরব্রহ্ম থাকতে পারেন না। বিচিত্র প্রকাশের মধ্য দিয়েই পরব্রহ্মের সত্তা। এসব বৈচিত্র্যের মাঝেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং এই হল তাঁর লীলা। এই পরব্রহ্ম নির্গুণ নয়, সগুণ। এই পরব্রহ্মের মধ্যে চিৎ এবং অচিৎ সমস্ত কিছুরই নির্দিষ্ট স্থান আছে। চিৎ এবং অচিৎ সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে তাঁর বিকাশ।

হেগেলের মতে, পরব্রহ্ম বা পরমসত্তা এক সক্রিয় গতিশীল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। পরব্রহ্মের এই প্রকাশ চলে দ্বান্দ্বিক (dialectical) পদ্ধতিতে। দ্বান্দ্বিক গতিতে বাদ (Thesis), প্রতিবাদ (Anti-thesis) এবং সম্বাদ বা সমন্বয় (synthesis) — এই তিনটি মুহূর্ত আছে। বাদে যা প্রতিষ্ঠিত হয় প্রতিবাদে তার বিরুদ্ধ ধারণার মধ্য দিয়ে সম্বাদে তা এক উচ্চ ধারণায় সমন্বিত হয়। কিন্তু সম্বাদ বা সমন্বয়ে দ্বান্দ্বিক গতির অবসান নয়। হেগেলের মতে, এই অন্তহীন দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই জীবজগৎ ও জড়জগতের অভিব্যক্তি সংঘটিত হয়ে চলেছে।

হেগেলের পরব্রহ্ম 'আত্মসচেতন'। আত্মসচেতন বলতে নিজের চেতনা সম্বন্ধে সচেতনতাকে বোঝায়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয় আবশ্যক এবং আত্মসচেতন মন যেমন জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের সমন্বয় করে তেমনি পরব্রহ্ম জীবাত্মা ও বহির্জগৎ—এর সমন্বয় বিধান করেন। হেগেলের মতে, এই পরম সমন্বয় (Absolute synthesis) রূপ পরব্রহ্ম, যা শুদ্ধ চিন্তাস্বরূপ। হেগেলের মতে, প্রথম স্তরে পরব্রহ্ম নিজেকে শুদ্ধ সার্বভৌমিক প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন। এর নাম শুদ্ধ প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি (Logic as Thesis)। দ্বিতীয় স্তরে প্রতিবাদ

বার্কলের আত্মগত ভাববাদ (Subjective Idealism):-

Ans:- অভিজ্ঞতাবাদের প্রধান পুরোহিত ব্রিটিশ দার্শনিক জন লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদের অনিবার্য পরিণতি হল বার্কলের আত্মগত ভাববাদ (Subjective Idealism)। আত্মগত ভাববাদ অনুসারে, বস্তু বা বিষয়ের অস্তিত্ব হল তার মনের উপর নির্ভরশীল এবং তথাকথিত বস্তু বা বস্তুধর্ম হল তার মনের ধারনা মাত্র। জন লকের দার্শনিক মতবাদের সূত্র ধরেই বার্কলে তাঁর আত্মগত ভাববাদ উপস্থাপিত করেছেন। জন লকের মতে, আমরা সোজাসুজি যা জানি তা হল আমাদের মনের ধারনা এবং বস্তুকে জানি পরোক্ষভাবে ধারনার মাধ্যমে। কিন্তু বার্কলের মতে, আমরা যদি সোজাসুজি কেবল মনের ধারনাকেই জানতে পারি তাহলে ধারনার অন্তরালে কোন বস্তু আছে, এমন কথা বলার কোন যুক্তিসঙ্গত কারন নেই। আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তাহল আমাদের মন এবং মনের ধারনা এবং এর অতিরিক্ত কিছু স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। তজন্য বার্কলে জন লকের মতবাদের সমালোচনা করে দেখালেন, জড়জগত বলে কিছু নেই। কেননা বস্তু হল গুনের সমষ্টি, গুন হল আমাদের মনের ধারনা। তাই কেবল মন এবং মনের ধারনারই অস্তিত্ব আছে। এর থেকে বার্কলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, কোন কিছুর অস্তিত্ব নির্ভর করে সেটি প্রত্যক্ষ হওয়ার উপর অর্থাৎ 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর' (Esse Est percipi)। সুতরাং যা প্রত্যক্ষের বিষয় নয় তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। যেমন টেবিলটির অস্তিত্ব রয়েছে — এর অর্থ হল, টেবিলটিকে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে বা প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। তাই বস্তুর অস্তিত্ব এবং তার প্রত্যক্ষ হওন এক ও অভিন্ন।

বার্কলে যখন 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর' (Esse Est percipi) — একথা বলছেন তখন তিনি কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় বা বস্তুর কথা চিন্তা করছেন। আসলে বার্কলের পুরো সূত্র হল — অস্তিত্ব হল প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বা প্রত্যক্ষ নির্ভর হওয়া বা প্রত্যক্ষ করা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কর্তা হওয়া (existence is either to be perceived or to perceive)। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, যেগুলি চিন্তা করতে পারে না, যাদের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর, সেগুলি চেতন মন বা প্রত্যক্ষ করার কর্তা আছে, সেগুলি সক্রিয় এবং যার অস্তিত্ব যতখানি না প্রত্যক্ষনির্ভর তার বেশী হল প্রত্যক্ষ করা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অস্তিত্বের অর্থ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হওয়া ও প্রত্যক্ষের যোগ্য হওয়া আর জীবাত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্বের অর্থ হল প্রত্যক্ষ করার কর্তা হওয়া। সুতরাং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হয় ও জীবাত্মা এবং ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করেন।

জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে বার্কলে তাঁর ভাববাদে উপনীত হন বলে এপ্রকার ভাববাদকে বলা হয় জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদ (epistemological idealism)। আমাদের সমস্ত জ্ঞানের উৎস হল অভিজ্ঞতা — সংবেদন এবং অন্তর্বেদন। অভিজ্ঞতায় সরাসরি আমরা যা পাই তা হল ধারনা। এসব ধারনাকে জড়বস্তুর প্রতীক বা প্রতিরূপ বলা যাবে না, কেননা জড়বস্তু আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর নয়। ধারনা আবার বস্তুর গুনও নয়, তা হল — ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুনের ধারনা।

লক্‌ মুখ্যগুণ ও গৌণগুণের মধ্যে প্রভেদের কথা উল্লেখ করলেও বার্কলের মতে, তা সঠিক নয়। বার্কলে বলেন, মুখ্যগুণ ও গৌণগুণের মধ্যে আসলে কোন প্রভেদ নেই। উভয় মনের ভাব বা ধারণা রূপে অনুভূত হয়। কাজেই যা জ্ঞাত, যা অনুভূত, তাই কেবল অস্তিত্বশীল।

সমালোচনা :→ বার্কলের আত্মগত ভাববাদ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।

প্রথমত :— দার্শনিক মূর (Moore) তাঁর 'Refutation of Idealism' নামক প্রবন্ধে আত্মগত ভাববাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। মূর অভিযোগ করেছেন যে, বার্কলে 'অস্তিত্ব' এবং 'প্রত্যক্ষনির্ভরতা'— এই দুটি ধারণাকে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। কিন্তু মূরের মতে, প্রত্যক্ষের সাহায্যে আমরা বস্তুর অস্তিত্বকে জানি। তাই একথা বলা চলে যে, বস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞান আমার প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষনির্ভর বলা যায় না।

দ্বিতীয়ত :— বস্তু এবং বস্তুর জ্ঞান — এই দুটিকে ভিন্নভাবে স্বীকার না করলে জ্ঞানের পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যায় না। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ — এই বিভিন্ন বর্ণের জ্ঞান সম্ভব হয় এই কারণে যে বাস্তবে বিভিন্ন বর্ণের অস্তিত্ব রয়েছে তা না হলে সব ক্ষেত্রে জ্ঞান একরকম হত। বিষয়ের ভিন্নতার জন্য জ্ঞানের পার্থক্য ঘটে।

তৃতীয়ত :— বার্কলে জাগতিক বস্তুসমূহের স্থায়িত্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য ঈশ্বরের উল্লেখ করে বলেছেন, আমাদের জ্ঞানগম্য সবকিছু — বৃক্ষ, পর্বত ইত্যাদি বস্তুসমূহ ধারণা হলেও সেসব কোন ব্যক্তি-মনের ধারণা নয়, সেসব হল ঈশ্বরের মনের ধারণা। কিন্তু এভাবে ঈশ্বরের উল্লেখ করে জগতের নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় না কেননা 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর' বার্কলের এই সূত্র অনুসরণ করলে ঈশ্বরকেও অসিদ্ধ বলতে হয়।

চতুর্থত :— দার্শনিক আলেকজান্ডারের মতে, কোন কিছু জ্ঞানের বিষয় হবার জন্য মনের উপর নির্ভর করতে হয় অবশ্য সত্য, কিন্তু অস্তিত্বের জন্য মনের উপর নির্ভর করতে হয় না। আবার ড. জনসন ও বার্কলের মতের সমালোচনা করে বলেছেন যে, বার্কলে প্রত্যক্ষণের বিষয়টিকে ভালো করে বিশ্লেষণ করে দেখেন নি, তাহলে তিনি বুঝতে পারতেন যে, সংবেদন এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু এবং অভিন্ন নয়।

পঞ্চমত :— নব্য বস্তুবাদী দার্শনিক পেরীর (Perry) মতে, বার্কলের আত্মগত ভাববাদ আত্মকেন্দ্রিকতা বা অহংকেন্দ্রিকতা দোষে দুষ্ট (Fallacy of ego-centric predicament)। বার্কলের মতে, বিষয়ের অস্তিত্ব জ্ঞাতা (অহং)-কেন্দ্রিক। জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে কোন বিষয় থাকতে পারে না। বার্কলে এখানে 'জ্ঞানের বিষয়' এবং 'বিষয়'-র মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারেন নি। একথা ঠিক যে, 'মনকে বাদ দিয়ে কিছু চিন্তা করা যায় না এবং এই অর্থে জ্ঞানের বিষয়মাত্রই মনোনির্ভর। তবে একথার অর্থ এমন নয় যে, 'জ্ঞানের বিষয়' না হয়েও 'বিষয়' থাকতে পারে।

হিসেবে আসে জড় জগৎ (Nature as Antithesis)। আর তৃতীয় স্তরে এ দুটির সমন্বয়রূপে দেখা দেয় আত্মসচেতনতায় উপলব্ধ ধর্ম, মিলন ও দর্শন (spirit as synthesis)। জ্ঞাতা হিসাবে অসীম জীব ও জ্ঞেয় বিষয় দুই-ই সর্বব্যাপী পরব্রহ্মেরই প্রকাশ। কাজেই স্বরূপতঃ তারা অভিন্ন বলেই বস্তু জ্ঞাতার কাছে অবোধ্য নয়।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী দার্শনিক রামানুজের মতের সঙ্গে হেগেলের মতের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। রামানুজও মনে করেন যে, ~~পরম সত্য ব্রহ্মের~~ পরব্রহ্মের দুটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল চিৎ এবং অচিৎ। চিৎ অংশ থেকে জগতের সমস্ত চেতনাসম্পন্ন জীবের এবং অচিৎ অংশ থেকে জড়জগতের সৃষ্টি হয়েছে। আবার কান্টের মতের সঙ্গে হেগেলের মতের পার্থক্য আছে। কান্টের মতে, মানুষের জ্ঞান তার অভিজ্ঞতার কাছে প্রসারিত হয়; বস্তুটি আসলে যা তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। কিন্তু হেগেলের মতে, যে জগৎকে আমরা জানছি তা প্রকৃত জগৎ এবং জ্ঞানের বাইরে কোন অতিরিক্ত জগতের অস্তিত্ব নেই। হেগেলের বিখ্যাত উক্তি হল— "যা বৌদ্ধিক, তাই বাস্তব এবং যা বাস্তব তাই বৌদ্ধিক"। (whatever is rational is real and whatever is real is rational)।

সর্বশেষে এখানে উল্লেখ্য যে, হেগেলের ~~এ~~ বস্তুগত ভাববাদ বা পরব্রহ্মবাদে আত্মগত ভাববাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। কাজেই বস্তুগত ভাববাদ আমাদের এক সন্তোষজনক জ্ঞানতত্ত্ব দিতে পেরেছে। তাই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ব্রাডলে, বোসাঙ্কে, গ্রীন প্রমুখ দার্শনিকগণ হেগেলের চিন্তাধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।